পুতিন উক্রেন আক্রমণ করেছে। এই পুতিন খুব খোলাখুলি বলেছে যে সে চায় দেশে "নিখাদ ফ্যাসিবাদ " প্রবর্তন করতে। ইতিমধ্যেই সে উক্রেনের চারটি শস্যসমৃদ্ধ অঞ্চলকে রাশিয়ার সাথে এক করে নিয়েছে। একেবারে পুরোনো পন্থী দেশ দখল বা সাম্রাজ্যবাদ। এবার সে পুরোনো সোভিয়েতের সঙ্গে যুক্ত বর্তমানে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোকেও নাকি যুক্ত করে নেবে। যুদ্ধ করতে গিয়ে সে কোনো ধরণের বাধার বিধিনিষেধ মানবে না এবং অসামরিক অঞ্চলগুলোতে আক্রমণ করবে নির্বিচারে। তার কাছে কোনো "বিবেচনা" ই বিবেচনার মধ্যে আসে না। পুতিন তীব্র কমিউনিস্ট বিরোধী এবং লেনিন ও স্তালিন বিরোধী , কমিউনিস্ট হলেই তাদের যাবজ্জীবন জেলে নিক্ষেপ করার নিদান আছে তার কাছে। তাদের দুমা [এখন তার নাম বদলানো হয়েছে] এখন শুধুই তাদের নিজের পার্টির প্রতিনিধি নিয়ে তৈরী , যাদের একমাত্র কাজ তার কথাগুলোকে হাত তুলে সমর্থন করা। তার "যৌক্তিকতা " জন্যে সে NATO এবং পশ্চিমা দেশগুলোর শোষণ এর কথা বলে। NATO র অর্থনৈতিক শোষণ বাস্তব এবং বর্তমান পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক নয়া সাম্রাজ্যবাদী কায়দা। পুতিন এ সবের ধার ধারে না সে সোজাসাপ্টা পুরোনো সাম্রাজ্যবাদ বোঝে এবং সেই অনুযায়ী জায়গা দখল করে। উক্রেন ওই অঞ্চলের শস্য এবং তেলের ভান্ডার , সমগ্র ইউরোপ কে তারা নিজেরাই শস্য এবং তেল এবং ভোজ্য তেল দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। তাই উক্রেন দখল পুতিনের উদ্দেশ্য। উক্রেনে দুর্ভিক্ষ করিয়ে সেখানকার মানুষদের বিস্থাপিত করে শ্রমদাস বানিয়ে রুশিয়া তে পাঠিয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে সে সস্তা ক্রীতদাস বানিয়ে পুরোনো মার্কিন দেশের মতো দাসমালিকদের দেশ বানাতে চেয়েছে। রাশিয়াতে খাদ্যশস্য এবং কায়িক শ্রমের বড় অভাব , ঠিক জেরোকমভাবে মার্কিন দেশে সে দেশের ভূমিসন্তানদের নিকেশ করে বাইরে থেকে নিরন্ন মানুষদের হাতে অস্ত্র দিয়ে দেশ দখল করেছিল সেই কায়দার একটু এদিকসেকিক করে এবার কম জনসংখ্যার দেশে উক্রেনিও দাস এনে ঊষর অঞ্চলকে চাষযোগ্য করবার জন্য পরিকল্পনা করেছে , এটাকেই সে "নির্ভেজাল, বিশুদ্ধ ফ্যাসিবাদ" বলছে। এই পর্যন্ত সবার জানা। এই বিষয়গুলোকে সামনে না নিয়ে এসে কতগুলো শব্দকে প্রেক্ষিতহীন ভাবে নিয়ে আসছে বর্তমান পেন্টাগনপুষ্ট "চিন্তক" রা , যার নেতৃত্বে আছে টিমোথি স্নাইডার নামক এক "পন্ডিত". সে এবার পুরোনো সোভিএট্ এবং স্তালিন কে পুতিন এর অগ্রজ বলে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। স্তালিন এর সময়ে উক্রেনে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল , বহু লোকের মৃত্যু হয়েছিল। উক্রেন সোভিয়েতের মধ্যে ছিল সুতরাং আর কি চাই ? দুইয়ে দুইয়ে চার। পুতিন তাহলে শুধুই অনুসরণকারী , স্তালিনের "পরিকল্পনাই" পালন করে চলেছে পুতিন। সুতরাং মানবিকতা এবং উদারনীতিবাদের নামে পুতিন নয়, স্তালিন এবং সোভিয়েত ব্যবস্থাই নরসংহারের একটি প্রকল্প

একটি চরম স্তালিন বিরোধী স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিকে স্তালিন অনুসারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যে কোনো সাধারণ বুদ্ধিপ্রসূত উক্তি নয় , বরং অতি সুচারু প্রকল্প তা শিশুবোধ্য ব্যাপার। এর আগে বিভিন্ন গণবিপ্লবের প্রধানব্যক্তিদের ঠিক একইরকম কায়দায় সব দোষের দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার প্রমান আমরা ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকেই পেয়ে এসেছি নিরন্তর ভাবে- জোয়ান অফ আর্ক , রোবস্পিয়র থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত বিপ্লবী নায়ক কেই নরখাদক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে অথচ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণহত্যাকারী দের সাধারণ রাজনৈতিক নেতা হিসেবে ধরা হয়েছে। বাংলা ও বাঙালীর গণহত্যা পৃথিবীর সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়েছিলো। তার নায়ক চার্চিলকে , না ফিলিস্তিনে মোশে দায়ান , চিনে চিয়াং কাইশেক এমন কি রুশ শেষ জার কে অনেক নরম হৃদয়বান হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই বিষয়কেই বিশ্লেষক রা বলেছেন একটা বর্গবিভাজন [ক্যাটাগরি] . এই বর্গবিভাজন থেকেই চেয়ারম্যান মাও , চে গেভারা এমনকি চাচা হো সহ সমস্ত দেশের বিপ্লবীদের নরখাদক বলা হয়, অথচ হাইতির পাপা ডক , বেবি ডক ইন্দোনেশিয়ার সুহার্ত কে ডিপ্লোম্যাট বলা হয়। রুশ দেশে সোসালিষ্ট রেভলিউশনারীরা কৃষকের দাবি নিয়ে নাকি লড়াই করতে চেয়েছিলেন, তাদের নেত্রী কিন্তু লেনিন কে

গুলি চালিয়েছিলেন। জর্মনিতে রোজা লুক্সেমবুর্গকে ফ্যাসীবাদী রা মারে নি, মেরেছিলো সমাজগণতন্ত্রী নামক একটি "বিরোধী " দল যারা নাকি ফ্যাসীবাদী বিরোধী ছিল। পর্তুগিজ, দিনেমার রা মোটেই ভারতে বা ইন্দোচীনে প্রেম বেলানো শাসক হিসেবে আসে নি , একের পর এক গণহত্যা করেছিল , তাদের কাউকেই নরখাদক বলা হয় না। বুর্জুয়া সংস্কৃতি দুর্ভিক্ষ , চিরন্তন চাপিয়ে দেওয়া অনাহার কে গণহত্যা হিসেবে দেখায় না। অথচ যে দেশে ৭৬৮খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত বহু শতাধিক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কারণে সেগুলো সব ছাপিয়ে ১৯৩২-১৯৩৩ পর্যন্ত দুর্ভিক্ষকে সর্বকালের রেকর্ড গণহত্যা বলা হলো[কেউ বলে ৩ মিলিয়ন , কেউ আবার এক কোটি , এই ধরণের গোলগোল সংখ্যা এতটাই বিস্তার নিয়ে ?]। ঠিক সেই বছর অদৃষ্টপূর্ব আর্দ্রতার জন্যে উক্রেইন্ এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো পরিবেশ পরিবর্তন হয়েছিল তা বিবৃত করতে গিয়ে কমুনিসম বিরোধী সম্পূর্ণতঃ গান্ধীবাদী মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিশার কে স্তালিনের বেতনভুক চর বলে চালানো হচ্ছে আজ। গ্রোভার ফার এর নাম শুনলেই স্তালিনকে নরখাদক-বলা মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে পেন্টাগন পুষ্ট অধ্যাপকরা এবং ট্রটস্কিপন্থী রা রে রে করে ওঠেন [কারণ তিনি স্তালিন বিরোধী বাজার-চলতি প্রত্যেকটি অভিযোগ গুলোকে তথ্য দিয়ে খণ্ডন করেছেন] কিন্তু ডগলাস টটল {Douglas Tottle } এর উল্লেখ পর্যন্ত ইতিহাস থেকে মুছে দেন। এই মানুষটিকে পাঠানো হয়েছিল স্তালিন বিরোধিতার জন্যে , তিনি উক্রেন দুর্ভিক্ষর প্রামানিক রিপোর্ট নথিবদ্ধ করেছিলেন। একেই infocide বা তথ্যহত্যার সামূহিক রূপ বলে। স্তালিন বিরোধিতার "তথ্যভিত্তিক" লেখা অন্ততঃ বেশ কয়েক হাজার ছাপিয়ে গেছে , তার বিপরীতে গ্রোভার ফার ছাড়া হাতে গোনা কয়েকজনের লেখা ইঞ্জিরি [আমি "ইংরেজি" শব্দসৃজনের মধ্যে যে ঔপনিবেশিক দাসত্ব আছে তাকে অগ্রাহ্য করছি সচেতন ভাবে] তে পাওয়া যায়। এটাই infocide .

স্তালিন কে আমরা চেয়ারম্যান মাও এর ফর্মুলায় দেখি , উনি স্তালিনকে dialectically দেখতে বলেছিলেন [যেমন ৭০:৩০] , এখানে সংখ্যা বিষয় নয়, মাও বলেছিলেন কোনো ব্যক্তি বিচারে অবতার/শয়তান এর মতো দ্যানুক বিভাজন [binary বিভাজন] এর মতন না দেখে তাকে দোষ -গুন্ সম্পন্ন হিসেবেই দেখতে হবে। স্তালিনের "দোষ " বলতে আমরা যা দেখি তা হচ্ছে , প্রচণ্ড সঙ্কটমুহূর্তে তিনি যখন চতুর্দিকের সবাইকে জনগণের আবেগ এবং স্বার্থের পাশে দাঁড়াতে দেখলেন না তখন তাঁরই যুদ্ধের সময়কার ফর্মুলা প্রয়োগ করেন নি , করতে পারলেন না , তাঁর হাতের বাইরে চলে গেলো , এই যুক্তির কোনো বাস্তবতা নেই যেমন বলা যায় না তেমনি আবার এটাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে তিনি সেই সংকট সময়ে সোভিয়েত গণ কমিটি আন্দোলনকে জোরদার করতে পারেন নি[বা অজ্ঞাত কারণে করেন নি] . সোভিয়েত জনগণ তাঁর এককথায় লাখে লাখে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন , এমন কিছু করেছিলেন যা মনুষ্য ইতিহাসে বিরল বা হয়তো পাওয়াই যায় না , সেই জনগণ কে স্তালিন গণ কমিটি আন্দোলনে সংগঠিত করতে পারলেন না বা করলেন না। হয়তো ভেবেছিলেন পরবর্তী পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে। এটা শেষ পর্যন্ত অপরাধের পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গেলো। যুদ্ধের সময়ে মানুষের হাতে পরিকল্পনার দায় দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েই সোভিয়েত এবং পৃথিবীকে বাঁচালেন কিন্তু ৪৫ থেকে ৫৩ পর্যন্ত সেই গণকমিটি সংগঠিত করলেন না বা করতে পারলেন না। ক্ষমতা তখন একেবারে কুক্ষিগত হয়ে পড়লো। সোভিয়েত জনগণ যুদ্ধের সময় স্তালিনের ডাকে প্রাণ দিলেন কিন্তু স্তালিনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ডিটেল এর জন্যে অপেক্ষা করলেন না , সেই জনগণই যুদ্ধাপরবর্তী সময়ে নিষ্ক্রিয় রয়ে গেলেন। যতই যুদ্ধ ক্লান্ত হোক না কেন প্রশাসন [সেটা তখন একেবারেই অনির্ভরযোগ্য হয়ে পড়লো] দিয়ে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে একেবারে বড়ো বড়ো বিপত্তি কে ডেকে আনলেন। প্রথমবিশ্বযুদ্ধ র পরেই থেকেই সোভিএট্ রাষ্ট্র একের পর এক সংকট এবং

ঘেরাটোপের মধ্যে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে , যে রণনীতি গুলো কে তাঁরা বাধকতা হিসেবে মান্যতা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন সে গুলো থেকে আর বেরোতে পারলেন না তা সে NEP হোক আর সোভিএট্ ডেপুটি পদ্ধতির পুনর্গঠন না করাই হোক। লেনিনের পর স্তালিন তখন একা, একের পর এক পাশে দাঁড়ানোর নেতারা হড়কে যাচ্ছেন [তার বিবরণও Grover Furr Omnibus এ পাওয়া যায় , কিন্তু দায় যে শেষ পর্যন্ত সর্বাধিনায়কের ঘাড়েই পরে , তা সর্বজনবিদিত সত্য। বর্তমানের বা ৯ এর দশক থেকে এই শতাব্দীর অনেক গবেষকই স্তালিন কে পুরো দায় চাপাতে রাজি নন। কিন্তু স্তালিন,তার বিরুদ্ধে আসা অভিযোগগুলোকে অমূলক প্রমাণিত হলেও , কোনোটার কোনো পরিমান দায় একেবারে ওড়াতে পারেন না , কারণ তিনি সর্বাধিনায়ক ছিলেন।

আমরা [সুপ্রিয় চৌধুরী আর আমি] এই প্রবন্ধ বেশ কয়েকটি ধাপে লিখবো বলে মনস্থির করেছি। স্তালিন বিরোধী অভিযোগগুলো নিয়ে আমরা বিশ্লেষণ করবো , আর বেশ কিছু প্রশ্ন নিয়ে আনার কথা ভাবছি যা আমাদের চিন্তায় স্তালিনকে অভিযুক্ত করা হয়তো উচিত ছিল , কিন্তু করা হয় নি। কিন্তু তার আগে স্তালিন নিয়ে সুচতুর বিভ্রান্তি ছড়ানোর প্রচেষ্টা গুলোকে উন্মোচন করবো।

টিমোথি স্নাইডার তো ঘোষিত পেন্টাগন নিয়োজিত ঐতিহাসিক , কিন্তু তার বাইরে হাজার হাজার "লেখক" আছেন , যারা অনর্গল বিভিন্ন গুজব কে সত্য বলে গাজোয়ারি বা assertion করে প্রতিষ্ঠা করে চলেছে আর আজকের "পাঠক" রা সেগুলোকে সত্য বলার আগে একবারের জন্য ও লেখকের পেছনের প্রেক্ষাপট বা ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে নি। পুরোটা গিলেছে অর্থাৎ স্তালিন কে বিচার তারা আগে ভাগেই করে রেখেছেন আর তারপর যে লেখাগুলো তাদের সেই পূর্বনির্ধারিত প্রকল্পের সঙ্গে মিলেছে সেগুলোকে নিজেরা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন , অন্যদের গেলানোর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এটাই পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যে করা। এই উদ্দেশ্যগুলোই পাল্টা প্রশ্ন এড়াতে পারে না। সলঝেনিৎসিন নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেলেন , একটা অভিযোগের প্রমান দেওয়ার চেষ্টাও করেন নি . অথচ বন্দিশিবির ছিল , অনেক গুলো , কোনো সমুদ্রের মধ্যে নয়, রাশিয়া র মধ্যে একেবারে নির্বান্ধব জায়গায় , কিন্তু কেমন ছিল সেগুলো ? আমরা আন্দামান শুনেছি , আমরা অসমের ডিটেনশন ক্যাম্প শুনছি, দেখছি আর মুক্ত কারাগার দেখেছি বা শুনেছি Perm - ৩৬ এখন দেখছি , একেবারে ২০২১ এ তোলা তথ্যচিত্র দেখছি। তুলনামূলক বিচারের দায়িত্ব পাঠকের। বন্দিদের ইতিহাস সেখানে ছবি সহ বিদ্যমান। আজকের সেই শহর গুলো কেমন তাও দেখানো হয়েছে। এঁদের পাঠানো হয়েছিল সোভিয়েত ব্যবস্থার নিন্দে করার জন্য। ২০২১ সালে সোভিএট্ ব্যবস্থার নিন্দে করে যেখানে দস্তুর সেখানে তথ্যচিত্রশিল্পী রা কি দেখছেন , কি বলছেন তা প্রণিধানযোগ্য। চারটি লিংক যুক্ত করছি যাতে সেই সব "গুলাগের " মানুষরা কি ভাবে সেই বন্দিশিবিরগুলো দেখছেন তা বোঝা যায় , তারা কেন স্তালিন কে য়েলৎসিন এর ওপরে অনেক বেশি পছন্দ করেন কেন সেই সব শহর থেকে কমিউনিস্ট পার্টি র MP চয়ন করছেন , তারও বিবরণ আছে, [যখন কমিউনিস্ট পার্টি করাটাই প্রায় নিষিদ্ধ ছিল] . অর্থাৎ দু পক্ষেরই প্রমান আছে , কিন্তু তার তথ্যগুলোর সঙ্গে সলঝেনিৎসিনের গপ্পো গুলো কোনোটাই মেলে না। একটি প্রধান গপ্পো আছে বইটিতে , এক বন্দি না খেতে পেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে নিজের কবর খুঁড়ে রাখলো যাতে তার আগামী আসন্ন মৃত্যুর পরে যেন তার দেহ নিয়ে ভাগাড়ে ফেলে না দেওয়া যেতে পারে। সে কবর খুঁড়ে এসেছে , পরের দিন সকালে গিয়ে দেখে সেই কবরে আর একজন শুয়ে পড়েছে মৃত্যুর অপেক্ষায় , তারপর নাকি সে দ্বিতীয় কবর খুঁড়লো। ওই না খেতে পাওয়া চলতে বা উঠতে না পারা অবস্থায়। এটা সম্ভব ? কেউ প্রশ্ন করি নি , গিলেছি শুধু। প্রমান নেই , নামের ঠিক ঠিকানা নেই ,

নেকাজোকা তো দুরস্থান। এরকম বহু গপ্পো নোবেল প্রাপক লিখেছেন , একটার কোনো প্রামানিক দলিল মেলেনি। গ্রোভার ফার প্রত্যেকটি এই ধরণের গপ্পোকে প্রশ্ন করেছেন। তারপর এসেছে সেই সংখ্যার খেল - ৩ মিলিয়ন থেকে ১ কোটি। আমরা সব গিলেছি। আজ কিছু কিছু তথ্যচিত্র বেরোচ্ছে। বন্দিশিবিরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বংশধরেরা কিন্তু অন্য কথা বলছেন , তাঁরা এবং তাঁদের পূর্বজরা খনিতে কাজ করতে চেয়েছিলেন , সোভিএত জমানায় তাঁদের বেঁচে থাকা এবং শিক্ষা , স্বাস্থ্যের সুরক্ষা ছিল এবং পেনশনেরও। ওঁরা সোভিএত পরবর্তী রাশিয়া থেকে কোনো সাহায্য না পাওয়াতে তীব্র ক্ষুব্ধ - এসবের প্রমান এখন ইউটুবে এ মিলছে। অর্থাৎ দু দিকেই বলার অনেক কিছু আছে। বাস্তব চিত্রগুলো শুধু গ্রোভার ফার বা ডগলাস টটল বা লুই ফিশারের বাইরেও অনেকেই ব্যক্ত করেছেন। [লিংক গুলো প্রবন্ধের পরে দেওয়া হবে]

https://www.youtube.com/watch?v=C6c4mkE6EuY

https://www.youtube.com/watch?v=UGmYrjfg7yU

https://www.youtube.com/watch?v=efU4opfSw

Journeyman.TV একটি অস্ট্রেলিয়ান সংস্থা যারা Verkutta শহরের থেকে এই তথ্যচিত্র তুলে এনেছে। পাঠক বিচার করুন। এগুলোই কি একমাত্র সত্য? বা বাস্তবের সত্য দিক ? নিশ্চই নয়, তবে এগুলোকেও দেখা উচিত। দুই পক্ষের কথা শোনা উচিত নয় কি ? পাঠকই নির্ধারণ করবেন বাস্তবতা কি ছিল। আমরা শুধু একটাই দিক দেখতে অভ্যস্থ। সমস্যাটা সেই পূর্বনির্ধারিত assertion বা পূর্বনির্ধারিত অবস্থান গ্রহণ।

আমরা এগোবো প্রত্যেকটি বড় মাপের অভিযোগের বিশ্লেষণে , আগামী পর্বগুলোতে। .....

তথ্য তো পূর্বে কোনো ব্যক্তির দেখার ওপর নির্ভরশীল। তথ্যকে বিশ্লেষণ করলেই তার মধ্যে থেকে সেই সময়ের বাস্তবতার ধারণা করা যায়। "তথ্য" মানেই "সত্য" নয়। তথ্যের নাম অনেক কিছু অ-তথ্য কে চালান করে দেওয়া যায় , পরের প্রজন্ম তাকেই "নথিবদ্ধ তথ্য " বলে বিশ্বাস করে , অর্থাৎ সেকেন্ডারি ইনফরমেশন কে লিখে দিলেই তাকে বিশ্বাসের প্রবণতা আমাদের বিদ্যানকুল এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে "তথ্যসূত্র" নামক এক বিশাল ভাওঁতা দিয়ে , যেমন সলঝেনিস্তিন যা লিখেছেন তাকে প্রশ্ন করা হয় না , কারণ এক নম্বর উনি নোবেল পেয়েছেন [কারা ছিলেন সেই কমিটি তে , তাঁদের সেই সময়ের স্বার্থ কি ছিল তা প্রশ্নের বাইরে চলে যায়] আর দ্বিতীয় বিষয় টিমোথি স্নাইডার সেই "তথ্যগুলোকে " উদ্‌ধৃত" করেছেন। টিমোথির ব্যাকগ্রাউন্ড কে কেউ দেখলো না , আসলে দেখতে চাইলো না কারণ সেই সব পাঠক আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। কারো আবার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে "বোধোদয়" হলো যে মার্কিন ব্যবস্থা বা পেন্টাগনরাজ্‌ সোভিয়েত "রাজ্‌" থেকে অনেক "মুক্ত" এবং " গণতান্ত্রিক" এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা "রাক্ষুসে" . "তথ্যসূত্র" কোন "সত্য"কে কার স্বার্থে প্রতিষ্ঠা করলো সেই বিচারকেই মুছে দিলো।

১৯৩২-৩৩ সালের উক্রেনের দুর্ভিক্ষর কথাগুলো বিশ্লেষণের আলোকে দেখা যাক। স্তালিন নরখাদক কারণ উক্রেনের সব মানুষকে ধ্বংস করে সে নাকি সোভিয়েত থেকে উদ্বাস্তু ধরে এনে উক্রেন দখল করবে ঠিক করেছিলেন [স্তালিন বিরোধীদের ভাষা অনুসরণ করে তাকে "আপনি" না বলে "সে" বলাই চালু করলাম] এবার কতগুলো স্বতঃস্‌ফূর্ত প্রশ্ন উঠে আসে , সেগুলো বিবৃত ও বিধৃত করা যাক।

১) রাশিয়া তে কি জনসংখ্যা উপচে পড়ছিলো ? যে সেখান থেকে "উদ্‌বৃত্ত" মানুষগুলোকে নিয়ে উক্রেন দখল করতে হবে সুষম জনবন্টনের খাতিরে ?

১.১) রাশিয়াতে তখন যুদ্ধ, বিপ্লব এবং পূর্বতন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে প্রচুর কর্মক্ষম মানুষের ঘাটতি পড়েছিল। নিজের দেশের জমি গুলো অকর্ষিত পড়ে ছিল, ইন্ডাস্ট্রি [শিল্প না বলাই সমীচীন] এবং ম্যানুফ্যাকচারিং একের পর এক শ্রমিকের অভাবে বন্ধ হতে শুরু হলো।

১.২) শুধুমাত্র জনের অভাবে অনেক জায়গায় যৌথ খামার এ কৃষকরা নাম লেখাতে শুরু করলেন কারণ যৌথ খামারে যন্ত্রপাতি সরকার দেবে। ১৯৩০ সালের জানুয়ারী তে সমষ্টিকরণের আওতার মধ্যে যখন শুধুই ২০% যুক্ত হচ্ছেন তখন ১৯৩৪ সালে তা ৯০% ছাড়িয়ে যায়। এই তথ্যসূত্রকেই ষ্টালিন বিরোধীরা নরসংহার হিসেবে দেখান। উৎপাদন এর ওপর নজর দেওয়া গবেষণা গুলো শুরু করেছিল স্তালিনের "গণহত্যা" কে প্রতিষ্ঠা করার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে , শেষে এই গবেষণাগুলোই দেখালো স্তালিন কি ভাবে ঘুরিয়ে দিলো সেই বাধকতাকে এবং রাশিয়া কে এক বৃহৎ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং এগ্রিকালচারাল শক্তিতে পরিণত করলো। অনেক কষ্ট , অনেক প্রাণ নষ্ট হয়েছিল , কিন্তু একটা সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা দেশকে কয়েক বছরের মধ্যে প্রায় সবচেয়ে উৎপাদনে বলীয়ান দেশে পরিণত করতে গেলে উৎপাদনের পদ্ধতি বদল এবং সামাজিক যাপনক্রিয়ার বদলে পৃথিবীর ইতিহাস থেকে নেওয়া উদাহরণগুলোর মধ্যেই আমরা পাবো সেই রক্তক্ষয়। অনেক কৃষকরা বিরোধিতা করলেন , অনেকে তো বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন , এক ধরণের "বামপন্থীরা" লেনিন কে হত্যা করতে চেষ্টা করলেন। অনেকে বিদেশী শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করলেন সারা সোভিয়েত জুড়ে শুরু হলো অভ্যন্তরীন খেয়োখেয়ির সময়। [আমরা এমনি কিছু ঝলক দেখেছি এই ভারতে ৭ এর দশকের প্রথম ভাগে এবং ১৯৯১ সালে] এই অবস্থায় একটা আপোসের প্রকল্প NEP নেওয়া হলো , কিন্তু সেটাই পরে বাধকতা হয়ে দাঁড়ালো। এই প্রেক্ষিত কে বাদ দিয়ে স্তালিন নিন্দা শুরু হয়ে গেলো।

২) স্তালিনের তখন প্রয়োজন industrialization , অর্থ [ট্র্যাক্টর বানানোর জন্য এবং পরে অনেক সামগ্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং এবং খনি থেকে লোহা, কয়লা, অন্যান্য খনিজ দ্রব্য। আর সব কাজ করতে গেলে প্রয়োজন কর্মক্ষম মানুষ এবং তাদের খাদ্য , যা একমাত্র সমষ্টিকরণের প্রক্রিয়াতেই হতে পারতো [এক চরম স্তালিন বিরোধী গবেষকের লেখা পাওয়া যাবে https://www.nber.org/system/files/working_papers/w19425/w19425.pdf দলিলে] . এই অবস্থায় কোন মূর্খ উক্রেনে গণহত্যা , গণবিস্থাপন এর পথ ধরবে , রাশিয়া তেওঁ তো কর্মক্ষম মানুষের চরম অভাব, কাকে দিয়ে কাজে প্রতিস্থাপিত করবে ? কথা থেকে কোথায় ?

৩)সমষ্টিকরণের জন্যে প্রয়োজন খাদ্য , প্রয়োজন মানুষ আর বৃহৎ খামারের চাষ। উক্রেন ছিল সোভিয়েতের শষ্যক্ষেত্র , খোদ রাশিয়া তে শস্য উৎপাদন কম হয় বলে খনিকর্মর ওপর জোর দেওয়া হলো. প্রায় সারা বছর বরফে ঢাকা সাইবেরিয়া তে শস্য উৎপাদন এর প্রকল্প পাগলামি শুরু হলো খনি উদ্যোগ, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে অবশ্যই। তাতে কর্মক্ষম মানুষের পুনঃসংগঠন এবং পুনঃসংহতিকরণ জরুরি হয়ে পড়েছিল। এর অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ ১৯৩৯ থেকে শুরু হলো বিশ্বযুদ্ধ।

৪) যুদ্ধ যত পিছিয়ে যায় তাতেই সোভিয়েতের মঙ্গল আর তাতেই পুঁজিবাদী দুনিয়ার স্বার্থ। সোভিএত না বাঁচলে বিশ্ব বঞ্চিত না , বিশ্বের উৎপাদনকারীরা তো নয়ই। উপর্যুপরি এতগুলো ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জের সময় মানুষের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি ছিল। স্তালিন নিশ্চয় এতো মূর্খ ছিল না যে নিজের দেশের মধ্যে বিদ্রোহ তৈরী করে বহিঃশত্রু র সঙ্গে যুদ্ধে নামার কথা ভাববে। উক্রেন শস্যভাণ্ডার , তাকে কর্মীবিহীন বা

কৃষকবিহীন করে নিশ্চই স্তালিন রাশিয়াতে ঢুকে পড়া ফ্যাসিস্ট শক্তিকে রাখার কথা ভাববে না। যে সৈন্যবাহিনী বেতন পাওয়ার বিষয়ে সংশয় কাটাতে পারে না , তাদের দাস বানিয়ে যুদ্ধ করা যায় না , সেটা স্তালিন বিলক্ষণ বুঝতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কে মোকাবেলা করার প্রস্তুতি সেই ১৯২৭ থেকে শুরু হয়েছিল। পুঁজিবাদী দুনিয়াতে তখন শুরু হয়েছে অর্থনৈতিক বিপর্যয়। তাদের একমাত্র কাজ আরো বড়ো জায়গা দখল করে সম্পদ আহরণ। বাংলায় সোশ্যসম্পদ এবং কারিগরি সম্পদ লুট শুরু হয়েছিল (অনেক দ্রুত তালে এবং পরিমানে) এতটাই যে ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত সবচেয়ে বড়ো দুর্ভিক্ষজনিত গণহত্যা চালালো চার্চিল। আফ্রিকা মরুভূমি হতে থাকলো। সেই দশকে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ নরসংহার হলো অস্ত্র ছাড়াই। পুরো পৃথিবীতে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ কে রাখার একমাত্র দায়িত্ব নিতে হয়েছিল স্তালিন কে সম্পূর্ণ নিজের দেশের উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে। অস্ত্রের যুদ্ধ তো মাত্র কয়েক বছর ছিল , এতার আগে অন্তত এক জগ ধরে এই অসম লড়াই চালাতে হয়েছে স্তালিনের রাশিয়া কে।

৩) এই বিপর্যয়ের সময় ইউরোপ এ বিভিন্ন দেশে কত দুর্ভিক্ষ যুদ্ধ হয়েছিল আর কত মানুষ মারা গিয়েছিলেন , তার হিসেবকে পাশাপাশি কেন উল্লেখ করা হয় না? এই বিষয়ে আমাদের ইতিহাস কেন নিশ্চুপ ? স্তালিন বিরোধী বামপন্থীরা এই বিশ্বব্যাপী মন্দ এবং বিপর্যয় কে কেন নজরের মধ্যে আনতে পাঠকদের সাহায্য করেন না ?

৪) একদল আবার স্তালিনকে হিটলার বিরোধী বীর বলেন , কিন্তু দুটো বিশ্বযুদ্ধ যে একেবারে একটাই দীর্ঘ যুদ্ধ এবং দীর্ঘকালীন বিপর্যয় তা উল্লেখ করেন না। অর্থাৎ যুদ্ধ কে শুধুই অস্ত্রের কাজিয়া এই চিন্তাকে বদলে মানুষের বিরুদ্ধে পুঁজির যুদ্ধ , এবং এই বিষয়ে স্তালিন এর অবদান এবং নেতৃত্ব এবং সোভিয়েত জনগণের সামগ্রিক আত্মদান এবং তাঁদের সেই আত্মদান কে সংগঠিত করার নেতা যে কমরেড স্তালিন তাকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য[প্রনোদিত , সেই উদ্দেশ্য জনসংহার এর উদ্দেশ্য আর এটাই পুঁজিবাদী শিক্ষা।

কমরেড স্তালিন ছিলেন যুদ্ধ আর যুদ্ধর চাইতে অনেক বেশি পুনর্গঠনের নায়ক। বিশ্বযুদ্ধকে খতম করে মনুষ্য সভ্যতায় মোড় ঘোরানো কর্মকান্ডকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার পথপ্রদর্শক। পুঁজিবাদীরা এটম বোমা ফেলে একটি দেশের মানুষদের নিকেশ করে যুদ্ধ শেষ করার পরিকল্পনা নেয় , আর স্তালিন সেখানে ঘুরে দাঁড়ায় উৎপাদন নির্ভর নতুনদেশ আর সমাজ গঠনের প্রক্রিয়ায়। এটাই ফারাক , এটাই দুই ধারা। ব্যক্তি গণতন্ত্রের অনেক ওপর দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পৃথিবী বাঁচানো। শহীদ রা নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থ দেখে লড়াইয়ে নামেন না , সাক্ষাৎ মৃত্যু জেনেই মৃত্যুবরণ করেন। পুরো সোভিয়েত জনগণ সেই সম্মিলিত শাহদতের লড়াইয়ে নেমেছিলেন বিশ্ব কে বাঁচাতে। এই যুদ্ধে সমগ্র বিশ্বে পুঁজি বনাম মানুষের লড়াইয়ের সর্বাধিনায়ক ছিলেন কমরেড স্তালিন। তাই আজ চরম স্তালিন বিরোধী রাশিয়াতে মে দিবসের বিশাল মিছিল গুলোতে একমাত্র স্তালিনের ছবি ই শোভা পায়। অথচ স্তালিন রুশ ছিলেন না। বিশ্ব ইতিহাসে একটি অন্য দেশের মানুষ অন্য একটি দেশে সর্বাধিনায়কের সম্মান পেয়ে চলেন - এই উদাহরণ আর কটা আছে ?

Mark Tauger নামক এক গবেষক Slavic review Volume ৫০ ইসু ১ এ (১৯৯১) The 1932 Harvest and Famine of 1933 নিবন্ধে তৎকালীন সরকারি হিসেব দেখিয়েছেন এবং অতিশয়োক্তি কথা স্বীকার করেও দেখিয়েছেন যে ১০% এর বেশি অতিশয়োক্তির প্রমান মেলেনি , এবং উক্রেন ও রাশিয়া তে ফসল উৎপাদন এবং বিতরণ দিয়ে দুর্ভিক্ষ সাবুদ করা যায় না। অনেক কুলাকই মাটির তলায় প্রচুর শস্য লুকিয়ে রেখেছিলো , সেগুলোকে উদ্ধার করা হয়েছিল , সরকারি "বদান্যতায়" শস্য লুটের কোনো প্রমান মেলে নি। বরং

সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে প্রচুর "খয়রাতি" শস্য সাহায্য করা হয়েছিল। এবং সেটাই স্বাভাবিক। বিদেশী শক্তিকে ঘরে বসে জায়গা করে দেওয়ার মতো মূর্খামি স্তালিন কেন করতে যাবে? প্রামানিক তথ্য এই গবেষক উদ্‌ধৃত করেছেন। উল্টো দিকে দুভিক্ষ তে মৃত্যুর সংখ্যা ১ কোটি দেখালে উক্রেনে কত মানুষ ছিলেন তার হিসেবে একেবারে ঘেঁটে ঘ হয়ে যাওয়ার কথা।

মার্ক টাউগার এর Stalin, Soviet Agriculture and Collectivization নিবন্ধটি অনেক ভারসাম্য বজায় রেখেছে। তিনি স্তালিনকে একেবারে সব দোষ থেকে মুক্ত না করেও প্রতিটি অভিযোগ কে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, এই নিবন্ধে তিনি আগেরটির মতো তথ্য বা ডাটা দেন নি , কিন্তু স্তালিনকে কৃষকঘৃণার আইকন বলে যারা প্রচার করেন এবং নরসংহারের আইকন বলেন তাদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। জেমস মিলার , মাইকেল এলমান এবং এমনকি E .H. Carr কে উদ্‌ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে কৃষকবিদ্বেষী হিসেবে বা নরখাদক হিসেবে যাঁরা দেখতে চান ,তাদের উদ্দেশ্যটা কি ভাবে সাম্রাজ্যবাদী শিবির কেই সাহায্য করছে।

কোন বাধকতায় কৃষি উৎপাদনকে অনেক পরিমানে বাড়ানোর জন্যে জমি এবং কৃষি উৎপাদনকে অনেক গুন্ বাড়ানোর প্রকল্প নিতে হয়েছিল তার বর্ণনা দেন। আবার এই সময়ে সমগ্র সোভিয়েতে এবং ইউরোপ এবং অনেক বিশেষ প্রাকৃতিক কারণে উক্রেনে কি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল তাও বিধৃত করেছেন।

পুঁজিবাদী "অধ্যয়ন" এবং "অনুসন্ধান" যে তথ্যবিতরণের নামে প্রয়োজনমতো বানানো "তথ্য" কে তথ্যসূত্র হিসেবে পেশ করে আবার প্রয়োজন মতো গপ্পো বা ফিক্‌শন খাড়া করে তাকেই সত্য বলে উপস্থাপন করে, তার কয়েকটি ঝলক কে উন্মোচিত করেছেন এই গবেষক , লেখকরা , যাঁরা কোনো নির্দিষ্ট শিবির পন্থী নন, বরং শুরু করেছিলেন স্তালিন বিরোধিতা দিয়ে আর উপনীত হলেন এক নির্মোহ অবস্থানে। স্তালিন কে ভগবান বা শয়তান কোনোটাই না বানিয়ে প্রেক্ষিত কে সামনে হাজির করে বিশ্লেষণ করলেন। শহর কে ম্যানুফ্যাকচারিং এর ঘাঁটি আর গ্রাম কে শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসেবে তৈরী করে এক কঠিন পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইলেন। তাতে বাজার অর্থনীতির মতো বহুধা উৎপাদন না করে শুধুই খাদ্যশস্য বা staple food উৎপাদনের দিকে যে এগোলেন তাতে সামগ্রিক কৃষি ক্ষেত্রে বৈচিত্র অনেকটাই মার্ খেলো কিন্তু দেশটাকে দুর্ভিক্ষর হাত থেকে বাঁচালেন যুদ্ধপরবর্তী পুনর্গঠনের পর্যায়ে। ঠিক এই গতি বা প্রগতি কে না দেখে একটি বা দুটি বছরের স্থানিক বা কালিক চিত্র কে দেখিয়ে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের মানুষকে একটা বিশেষ চোরা গলিতে নিয়ে গিয়ে বোধ ধ্বংস করল । আমরা প্রেক্ষিত , এবং তুলনামূলক ছবি দেখার মগজ হারিয়ে ফেললাম। এটাই পুঁজিবাদী শিক্ষা আর গবেষণার কায়দা। পরবর্তী পর্যায়ের সোভিয়েত এবং রুশ গবেষকরা আমাদের এই কর্দম থেকে আমাদের বুদ্ধির মুক্তি ঘটালেন। স্তালিন কে এই পরবর্তী গবেষকরা শুধু যুদ্ধের সেনাধক্ষ্য হিসেবে না দেখে সমাজ ও অর্থনীতির পুনর্গঠনের ও জাতীয় বিকাশের এক বিকল্প নির্দেশক হিসেবে দেখালেন তাত্বিক ও তাথ্যিক বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে। অথচ স্তালিনকে অবতার বানালেন না। অত বড়ো বাধকতার মধ্যে থেকে আর্থিক, সামাজিক পুনর্গঠনের পথে গিয়ে যে রক্তপাত হয়েছে, তার অনেকটাই এড়ানো যেত, এড়ানো উচিত ছিল ,বাড়াবাড়ি হয়েছিল তাকে অনেকটাই লাঘব করা যেত, উচিত ছিল এবং না করতে পারা একটা অপরাধই ছিল , এটাও যেমন সত্যি তেমন এটাও সত্যি যে তা প্রকল্প ছিল না, ইচ্ছাকৃত "আনন্দের" প্রকল্প ছিল না। ওই দুরূহ কাজের ভুলগুলো বড়ো করেই প্রভাসিত হয়। তার দায় কমরেড স্তালিন কে নিতেই হবে , আর তাই জন্যেই চেয়ারম্যান মাও এর সেই dialectic ফর্মুলা। দ্যানুক অবতার/শয়তান বিশ্লেষণ নয়.

এবার আসা যাক আরো একটি বহুল প্রচারিত বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ। স্তালিনের সময়কার ১৩৪ জন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য র মধ্যে ১৩৩ জনকেই হত্যা করা হয়েছিল। কি ভয়ঙ্কর??!!! ,. গ্রোভার ফার প্রায় প্রত্যেকটির জবাব দিয়েছেন , হত্যা করা হলে কেন এবং সর্বোপরি কে বা করা হত্যা করেছিল। কার ঘরে দোষ চাপিয়ে ছিল , এবং কেন ? আমরা না হয় সে পথে গেলাম না , কারণ সেই পথও অনেকটা পার্টিজান বা শিবিরবিভক্ত। আমরা দুটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছি:

১) স্তালিন এর মৃত্যুর পরে Khrushchev , ব্রেজনেভরা কোন পার্টি বা কোন পার্টি কমিটিতে ছিলেন ? ২০ তম পার্টি কংগ্রেস এবং তার পরের নি:স্তালিনীকরণের মধ্যে কি একেবারে শুন্য থেকে আনকোরা কমরেডদের নিয়ে নতুন করে পার্টি গড়ে উঠলো ? ২।২)আজও রুশ রাষ্ট্রের তীব্র স্তালিন বিরোধী পরিবেশের মধ্যে মে দিবসে এবং অন্যান্য বিশিষ্ট দিন গুলোতে কমরেড স্তালিনের ছবি ই একমাত্র চোখে পরে। যে ১৩৩ জন নিহত নেতারা ছিল তাদের কোনো একজনের ছবি নিয়ে এই "মুক্ত" স্তালিন বিরোধী রাশিয়াতে কোনো মিছিল কেন দেখা যায় নি , বা গেলো না ? কেন কমরেড লেনিন এবং স্তালিন এবং মার্কস এর ছবি নিয়েই মিছিল হয়, তার মধ্যে কমরেড স্তালিনের ছবির বাহুল্যটাই চোখে পড়ে ? কি এমন কমিউনিস্ট পার্টি ছিল সেই RSDLP পার্টি বা CPSU(B) যে সেই পার্টির কেন্দ্রীয় নিহত(!) নেতাদের কোনো ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল না , তাদের ছবি নিয়ে কেউ মিছিল বেরোনোর কথা কেউ ভাবে নি ? সরকারি সাহায্য তো পাওয়া যেত। স্তালিন তো তখন মরে ভূত। অথচ সেই ভূতের ছবি নিয়েই মিছিল ,

আর জিন্দা নেতাদের কেউ স্মরনে আনলো না। সোভিএট্ পার্টি তখন দেশে দেশে টাকা ছড়াচ্ছে। KGB তখন পৃথিবীর সব দেশে ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু না , কোনো নেতাকেই মানুষ ইতিহাসে বিশেষ স্থান দিলো না। তাহলে কাদের নিয়ে পার্টিটা গড়ে উঠেছিল ? কিসের ভিত্তিতে এই সব নিহত নেতারা কেন্দ্রীয় কমিটি তে স্থান পেয়েছিলেন ? কোথায় গেলো সেই সব নেতাদের লেখাপত্র ? কি ছিল তাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি ? কোথায় উড়ে গেলো সেগুলো ? আজও জর্জিয় স্তালিন কে রুশরা স্মরণ করেন। সমাবেশিত হন তার নামে। একজন নরখাদকের নামে ? কি হিটলার, মুসোলিনির নামে তো মানুষকে সমাবেশিত করা যাচ্ছে না। সম্প্রতি নির্বাচনে জিতে আসা ইতালিও ফ্যাসিবাদীরাও মুসোলিনি র ছবি নিয়ে মিছিল করছে না , বা ফ্রাঙ্কোর নামে , দ্য গলের নামে , বা মার্কোস এর নামে ? কেন ? জবাব খুঁজতে হবে লড়াইয়ের ময়দানে পথে প্রান্তরে। পন্ডিতদের assertion এর মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাচ্ছে না। কিছু পন্ডিত যাঁরা স্তালিন পরবর্তী সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রসাদপুষ্ট ছিলেন , স্তালিনবিহীন সোভিয়েত সরকারের ডাকে রুশ গমন করতেন তাঁদের মধ্যে কিছু পন্ডিত "cult " এর গপ্পো বানান। নিজের কাল্ট নিজে বানান না। টেঁকে না। স্তালিন বা লেনিন নিজেদের মূর্তি বানান নি। মানুষ বানান। স্তালিন এর নামে তিনি বা অন্য কেউ আশ্রম বানান নি। মানুষের মনেই তাঁর স্থিতি। অর্থাৎ মানুষের দৃষ্টিতেই দেখতে হবে নেতাকে , নেতার নিজস্ব মহিমাকীর্তনে নয়। স্তালিনের মৃত্যুতে কবরের সামনে চেয়ারম্যান মাও এর বিখ্যাত ভাষণ টি স্মর্তব্য। স্তালিনের বিচার তাই হবে রুশ জনগণের দৃষ্টি দিয়ে। তথ্য দিয়ে তো হিটলার কেও সমাজতন্ত্রী বলা হয়েছিল , নীটশে কেও মহান দার্শনিক বলা হয়েছিল। মুসোলিনি কে ত্রাতা। সেই মুসোলিনি কে ইতালীয়রা উল্টো করে ঝুলিয়ে মেরেছিলো। মানুষ নীটশের বা মুসোলিনির cult বানায় নি।

প্রশ্নটা এই সব ব্যক্তি নিয়ে নয়, প্রশ্নটা জনগণের সমাবেশের সম্মিলিত প্রজ্ঞা কে বোঝার। এটাই কমিউনিস্টদের শিক্ষা অর্জন। মানুষ কে বোঝা। মানুষের সম্মেলনের শিক্ষা।